JUL 06 2002

দৈনিক ইনকিলাব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি

জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের কোন্দল চরমে সুবিধা নিচ্ছে আওয়ামীপন্থীরা ❑ ভিসি বিব্রত

রকীবুল হক রকীব ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের স্নায়ু লড়াই বর্তমানে প্রকাশ্য লড়াইয়ে রূপ নিতে চলেছে। সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পরের প্রতি সৃষ্ট আক্রোশ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষকগণ একে অপরকে প্রতিহত করতে শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে উঠছেন। ছাত্র সংগঠন, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থীদের সাথে শিক্ষকদের এ লক্ষ্যে গোপন যোগাযোগ চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষকদের পরস্পরের আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় স্থানীয় মতলববাজ ও সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের গ্রুপিং-এর সাথে সংগতি রেখে ছাত্রদলও গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে ভিসির সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় শিক্ষকগণ একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছে। এ সুযোগে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকগণ তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করা এবং ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আসন্ন প্রো-ভিসি নিয়োগ নিয়েও চলছে তুমুল প্রতিযোগিতা। প্রো-ভিসি পদে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নিয়োগ পেতে জামায়াতপন্থী, জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী ও বিএনপির সুবিধা প্রত্যাশী শিক্ষকদের লবিং তীব্র পর্যায়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আওয়ামী শিক্ষকদের বিরোধিতা না থাকলেও বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের পরস্পরের বিরোধ এবং কোন্দল নিয়ে বর্তমান ভিসি চরম বিব্রত ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় রয়েছে বলে একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গেছে।

চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যকার আন্তঃকোন্দল তীব্রতা পায়। প্রথমত পছন্দসই ভিসির জন্য লবিং এবং পরবর্তীতে নিজেদেরকেই ভিসিপদে অধিষ্ঠিত করতে সিনিয়র শিক্ষকদের অনেকেই দৌড়-ঝাপ শুরু করেন। চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের অপরিপক্ব ও উচ্চভিলাষী লবিং ও দৌড়-ঝাপ অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে নিয়োগ পান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম থেকে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান।

শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের উদারপন্থী গ্রুপ বর্তমান ভিসিকে বেকায়দায় ফেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সুযোগে শিক্ষক সমিতি সাবেক সভাপতি ও জিয়া পরিষদের সভাপতি প্রফেসর মোশাররফ হোসেন ভিসিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ট্রেজারার পদে নিয়োগ লাভে সক্ষম হন এবং একই সাথে ভিসির পূর্ব পরিচিত ছাত্র এবং লবিং-এ কৃতিত্ব অর্জনকারী বেশ কিছু শিক্ষক হল প্রভোস্ট, পরিবহন প্রশাসক, ছাত্র উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে একে একে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। এমতাবস্থায় সুবিধা বঞ্চিত জিয়া পরিষদের শিক্ষকদের একটি প্রধান অংশ জিয়া পরিষদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ গঠন করে ভিসি নিয়ন্ত্রণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আশরাফ আলীর নেতৃত্বে বিএনপি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক পেশাজীবী পরিষদের ব্যানারে চলে আসে। ফলে জিয়া পরিষদের কার্যত প্রশাসনিক সুবিধা ভোগী কতিপয় শিক্ষকদের সংগঠনেও সাইনবোর্ডে পরিণত হয়। শিক্ষক রাজনীতিতে প্রবীণ ও পরিপক্ব ব্যক্তিত্ব ডঃ আশরাফ আলীর নেতৃত্বাধীন অংশের সাথে শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী মতিনুর রহমানসহ প্রভাবশালী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জড়িত থাকায় ট্রেজারার কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ছাত্রদলের মূল অংশ সম্পৃক্ত হয় পেশাজীবী পরিষদের সাথে। স্থানীয় ছাত্রদলের একটি অংশ ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ট্রেজারারের সহযোগিতার মোক্ষম সুযোগ পায়।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী অংশ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এ অংশের সাথে ছাত্রদলের মূল গ্রুপের সম্পৃক্ততা এবং দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ে সুসম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। ক্যাম্পাস কার্যত এ অংশের নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভিসির সাথে পেশাজীবী পরিষদের ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রো-ভিসি পদে পেশাজীবী পরিষদের শীর্ষ নেতাকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ট্রেজারারকে সহায়তা দিয়ে অন্তত নিজেদের সুবিধা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ ও কিছু ভুনিয়র শিক্ষককে সাথে রাখার কারণে বিএনপি শিক্ষকদের অপর অংশ ক্ষমতায় থেকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোণঠাসা অবস্থানে রয়েছেন। সাবেক জমিয়তে তালাবার জনৈক ছাত্রনেতাকে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট নিয়োগ নিয়ে ক্যাম্পাসে সৃষ্ট অসন্তোষসহ বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিনের আওয়ামী সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষকগণ ক্ষুব্ধ রয়েছেন।

বর্তমান ভিসিকে জামায়াতপন্থী আখ্যা দেয়া হলেও মূলত গ্রীন ফোরামভুক্ত জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণ বেশী বঞ্চিত অবস্থানে রয়েছেন। এমর্মে তাদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। একটি সূত্রে জানা যায়, মূলত জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে বিএনপির শিক্ষকগণ নাখোশ হবে- এ চাতুরীপূর্ণ নীতির কারণে দক্ষ ও প্রভাবশালী ইসলামপন্থী শিক্ষকগণ দায়িত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন- এমন ক্ষোভ রয়েছে। এজন্য গ্রীন ফোরামকে শক্তিশালী করে নেতৃত্বের কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও নবীন শিক্ষকদের একটি গ্রুপকে তৎপর করা হচ্ছে। শীঘ্রই গ্রীন ফোরাম ও বিএনপির কট্টরপন্থী শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাস চলে আসবে। এ ব্যাপারে জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণ আশাবাদী রয়েছে।

বিএনপি শিক্ষকদের গ্রুপিং ও কোন্দল, ইসলামপন্থীদের কোণঠাসা অবস্থানের বিপরীতে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকগণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। সংগঠনকে সুসংহত করা, বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে প্রমোশনসহ বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের কৌশলে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। বর্তমান ভিসির আনুকূল্য ও সহমর্মিতা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারাই ইতোমধ্যে বেশ লাভবান হয়েছেন বলে উক্ত সূত্রে জানা যায়। প্রভাবশালী আওয়ামী শিক্ষকদের সাথে বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের উদার মনোভাব রয়েছে।

মূলত সুযোগ-সুবিধা নির্ভর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রাজনীতি বরাবরই সংঘাতমুখর। ঐ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকুতি সবারই। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর দক্ষ প্রশাসন পরিচালনা, জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের নিরসন, ইসলামপন্থীদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন, আওয়ামীপন্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এড়িয়ে যাওয়ার নীতিই একমাত্র ক্যাম্পাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। জাতির বিবেক, প্রজন্মের অভিভাবক, সম্মানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন শিক্ষকগণ কি পারবেন ক্যাম্পাসে সেই সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে?